সংবাদ

তারিখ ... 28 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

নবরত্ন শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান চাই

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় শুধুই জটিলতা। যোগ হয়েছে কিন্ডারগার্টেন নামক যন্ত্রণা বা বাণিজ্য, প্লে এবং নার্সারি নামক দুটি নতুন শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়েছে। বাচ্চাদের তিন বছর বয়স হলেই প্লে শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। অভিভাবকরা ও অবলিলাক্রমে তিন বছরের একটি বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে স্কুলে জ্ঞান আহরণের জন্য। আর এই প্লে নার্সারির ক্লাসের সময় হচ্ছে ৭টা ৩০ মিনিট। নিয়মশৃঙ্খলা আর কাকে বলে। সকাল সাড়ে ৭টায় যদি ক্লাস হয়, তাহলে বাচ্চাকে সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠাতে হবে, নিশ্চয় এ বয়সের একটি বাচ্চার ঘুম সাড়ে ৬টায় ভাঙবে না তখন অভিভাবকরা যারা বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে অতি ব্যাকুল তারা শিশুটিকে টেনে-হিঁচড়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্কুলের নামের জেলখানায় দিয়ে আসে। এ অবস্থাটাকে জ্ঞান আহরণ বলা যায় নাকি শিশু নির্যাতন বলা উচিত!

কিন্ডারগার্টেনের বদৌলতে শিশুরা আমাদের হাতেই নির্যাতিত হচ্ছে আমাদেরই অজান্তে। এ অবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণ পাইতে হবে।

মাদ্রাসার মহাদ্দেসগণ শিক্ষার পাশাপাশি কিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে হয়, তাহাও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। মাদ্রাসায় পড়ালেখা করিতে হইলে ছাত্রদের ভিক্ষা করে টাকা আনতে হবে মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য। ইহা মাদ্রাসার অলিখিত আইন। তাই আমরা চলার পথে দেখতে পাই; কোমলমতি নিষ্পাপ কিশোরেরা মাদ্রাসার মহাদ্দেসগণের নির্দেশ পালন করিতে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে। দেখা যায় ৪-৫ করে দল বেঁধে কোমলমতি কিশোররা আপনার কাছে এসে সুন্দর করে ছালাম দিয়ে বলবে, ভাইজান আমরা ওমুক মাদ্রাসা থেকে এসেছি আমাদের কিছু সাহায্য করেন। সঙ্গে দোয়া দরুদ পড়ে কিছু নসিহতও করে দিবে। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহা কি মাদ্রাসার মহাদ্দেসগণ জানেন না?

নিশ্চয় জানেন, কিন্তু জেনেও না জানার ভান করছেন। কোমলমতি কিশোরদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করালেও কেউ কিছু বলছে না।

এ অবস্থা হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাইতে হইবে। বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যেমন- সরকারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংরেজি ভার্সন স্কুল, এ, লোভেল স্কুল, ও লোভেল স্কুল, হাফেজি মাদ্রাসা, কওমি-মাদ্রাসা, দাওরা-হাদিস মাদ্রাসা, দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রভৃতি। এই হচ্ছে আমাদের নবরত্ন শিক্ষা পদ্ধতি। পৃথিবীর কোথাও এই নবরত্ন শিক্ষা ব্যবস্থা আছে বলে জানা নেই। অতএব এই নবরত্ন শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে আমাদের ছেলেমেয়েদের মুক্তি দিতে হইবে। কেননা এই নয় রকম শিক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা নয় রকম মন-মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠছে। এই নয় রকম মন-মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠা আমাদের ছেলেমেয়েরা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে? বর্তমানে শিক্ষা অঙ্গনও সামাজিক অস্থিরতার জন্য এই নবরত্ন শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করিতে হইলে শিক্ষা ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতিই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আর তা হচ্ছে সরকারি কারিকুলাম। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও গ্রাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে একমাত্র পদ্ধতিতে প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা চলবে। অষ্টম নয় দশম শ্রেণী পর্যন্তই হবে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা। জেএসসি ও জেডিসির কোন দরকারই নেই; ইহা প্রাথমিক শিক্ষার বারতী। যতগুলো মাদ্রাসা আছে তা, সবগুলো বেসরকারী স্কুলে পরিণত হবে, এবং যতগুলো কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে সবগুলো বেসরকারি স্কুলে পরিণত হবে। ইংরেজি ভার্সন মার্সন, এ লেভেল, ও লেভেল টেভেল যা হবে সব এসএসসির পরে হবে। অর্থাৎ প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি কারিকুলামে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে একমাত্র পদ্ধতিতে পড়ালেখা চলবে। কেউ বড় মাওলানা হইতে চাইলে এসএসসির পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে কোন সমস্যা নেই। কেউ ইংরেজি ভার্সনে পড়লে এসএসসির পর কলেজে যেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম নিক কোন সমস্যা নাই। প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এক পদ্ধতিতে পড়ালেখা করে আমাদের ছেলেমেয়েরা এক মন-মানসিকতা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আবদুর রশিদ
সিদ্ধিরগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ।